যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ, সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXX of 1982) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"কাউন্সিল"** অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল;

(২) **"কার্যনির্বাহী কমিটি"** অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি;

(৩) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি বা, ক্ষেত্রমত, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(৪) **"নিবন্ধন বহি"** অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক সংরক্ষিত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন বহি;

(৫) **"নিবন্ধিত প্যারাভেট"** অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো প্যারাভেট;

(৬) **"নিবন্ধিত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার"** অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার;

(৭) **"পেশাগত অসদাচরণ"** অর্থ এই আইন, বিধি, প্রবিধান বা পেশাগত বিষয়ে জারিকৃত কোনো নীতিমালা দ্বারা অর্পিত কোনো পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বা অবহেলা বা কাউন্সিল কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কোনো অসদাচরণ;

(৮) **"প্রবিধান"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;